চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবিরের আরো তাণ্ডব

❑ ভিসির বাংলোতে হামলা, স্কুল কলেজে তালা

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, চট্টগ্রাম ব্যুরো ঃ সাধারণ ছাত্রছাত্রী পরিষদের ব্যানারে শিবির ক্যাডাররা গতকাল ভিসির বাংলোতে হামলা চালায় এবং তার পদত্যাগ দাবি করে। জঙ্গি ক্যাডার বাহিনী ক্যাম্পাসে অগ্রণী ব্যাংক ও স্কুল-কলেজে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে। গত শনিবার রাতেও একদল অজ্ঞাতপরিচয় যুবক ভিসির বাংলোতে হামলা চালায়। এর পর পর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়। শিবির ক্যাডাররা ঘোষণা দিয়েছে ভিসি প্রফেসর ফজলী হোসেন পদত্যাগ না করলে তার বাংলোর বিদ্যুৎ, পানি ও টেলিফোন সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হবে। এদিকে সরকার চট্টগ্রাম ভার্সিটির নতুন ভিসি নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু করেছে। এই লক্ষ্যে সম্ভাব্য ভিসির তালিকা প্রস্তুত করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে গতকাল ৬ জন শিক্ষকের জীবনবৃত্তান্ত সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়।

উল্লেখ্য, গত ১৩ই জুলাই থেকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থা বিরাজ করছে। ফলে ক্লাস-পরীক্ষাসহ সকল কার্যক্রম বছরের অধিক সময় ধরে ক্যাম্পাসে সভা, সমাবেশ, মিছিল ইত্যাদি নিষিদ্ধ থাকলেও শিবির সমর্থকরা প্রকাশ্যে সভা-সমাবেশ-মিছিল করে যাচ্ছে। গত তিনদিনে সাধারণ ছাত্রছাত্রী পরিষদের ব্যানারে শিবির ক্যাডাররা শিক্ষক লাউঞ্জ, প্রক্টর অফিস ও ভিসি অফিস ভাঙচুরসহ প্রশাসনিক ভবনে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে।

শিবির সমর্থিত সাধারণ ছাত্রছাত্রী ঐক্য পরিষদের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ব্যর্থ ভিসির পদত্যাগের দাবিতে গতকাল মোহাম্মদ শামীমের সভাপতিত্বে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন শওকত আলী জুয়েল, আরিফ মইনুদ্দীন, মাহবুবুর রহমান, নুরুল ইসলাম, সাইফুদ্দিন খালেদ। বক্তারা বলেন, ভিসি প্রফেসর ফজলী হোসেন পদত্যাগ না করলে ভিসির বাংলো ও অফিসের বিদ্যুৎ, পানি, টেলিফোন ও গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হবে। সমাবেশের পর তারা ক্যাম্পাসের অগ্রণী ব্যাংক এবং স্কুল-কলেজগুলোতে তালা ঝুলিয়ে দেয়। তারা ভিসিকে পদত্যাগ করার জন্য আলটিমেটাম দেয়। এদিকে ছাত্র শিবির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয় সচল করার দাবিতে আজ সকাল ১১টায় ক্যাম্পাসে সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হবে।

ভিন্ন একটি সূত্রে জানা গেছে, শনিবার রাতে শিবির ক্যাডাররা ভিসির বাংলোতে হামলা চালায়। এ সময় ভিসি ক্যাম্পাসে ছিলেন না। পরে তিনি পুলিশ পাহারায় বাসভবনে যান। গতকাল থেকে তার বাংলোতে পর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা সারোয়ার জাহান সুমন জানান, শিবিরের এমন জঙ্গি অবস্থানের পরিবর্তন না হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা আর অফিস না করার ঘোষণা দিয়েছেন। কর্মকর্তা-কর্মচারীরা এভাবে প্রতিদিন অফিস থেকে বের করে দিয়ে তালা লাগিয়ে দেয়াটাকে রীতিমতো অপমানকর বলে উল্লেখ করেন।

এদিকে, চ.বির অচলাবস্থা নিরসনে ব্যর্থ বর্তমান উপাচার্যের স্থলে প্রতিনিয়ত শোনা যাচ্ছে নতুন নতুন শিক্ষকের নাম। সর্বশেষ গতকাল রোববার প্রাপ্ত এক তথ্যে জানা যায়, প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে উপাচার্য পদের জন্য ৬ জন শিক্ষকের জীবনবৃত্তান্ত চেয়ে পাঠানো হচ্ছে। এরা হচ্ছেন সাবেক উপ-উপাচার্য ড. বদিউল আলম, সিনেট ও সিন্ডিকেট সদস্য ড. ইউসুফ শরীফ আহমদ খান, অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক ড. মাহবুবুল আলম, মার্কেটিং বিভাগের প্রফেসর এ.জে.এম নুরুদ্দিন চৌধুরী, সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ড. মাহবুবুউল্লাহ ও নৃ-বিজ্ঞান বিভাগের সভাপতি প্রফেসর ড. আহমেদ ফজলে হাসান চৌধুরী। তবে ক্যাম্পাসের একটি নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায়, উপাচার্য পদের এ ইঁদুর দৌড়ে প্রথম ২ জন শিক্ষক অনেকটাই এগিয়ে আছেন।

অন্যদিকে চ.বি থেকে অপহৃতা আরবি ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ২য় বর্ষের ছাত্রীকে উদ্ধার করতে ও অপহরণকারীকে গ্রেফতার ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কারের দাবি জানানো হয়। গতকাল চ.বি ক্যাম্পাসের চাকসু ভবনে 'টাঙ্গাইল-স্টুডেন্টস

চ.বি ঃ শিবিরের তাণ্ডব

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সম্মেলনে এ দাবি জানানো হয়। প্রসঙ্গত, উক্ত ছাত্রীর সঙ্গে অনৈতিক আচরণে অভিযুক্ত একই বিভাগের এক শিক্ষক। গত ৫ই ডিসেম্বর এ ঘটনা ফাঁস হওয়ার পর থেকে ওই ছাত্রী নিখোঁজ রয়েছে।

গতকাল চ.বির এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, রেজিস্ট্রার অফিসে কর্মরত ডেপুটি রেজিস্ট্রার (প্রশাসন-১) আহমেদুল হক চৌধুরীকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। অন্যদিকে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অফিসে কর্মরত উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মোফাখখাইরুল ইসলাম খানকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক হিসাবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।